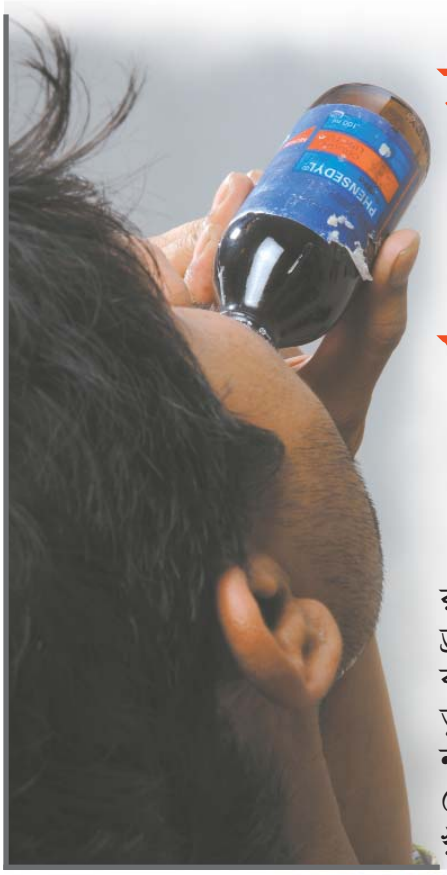

রাজধানীর ২৩ মাদক সম্রাজ্ঞীর ৭০ আখড়া

রাজধানীর আলোচিত ২৩ মাদক সম্রাজ্ঞী। ড্রাগকুইন, ফেন্সিকুইন, ডেঞ্জার উওম্যান, কালনাগিনী যার নাম। রাজধানী জুড়ে গড়ে তুলেছে মাদক নেটওয়ার্ক। পুলিশ জানে, ধরে না। ধরা পড়লে অদৃশ্য শক্তির ইশারায় ছাড়া পেয়ে যায়। কে বা কারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, খুঁজে বের করে রিপোর্ট করেছেন রিয়াজউদ্দীন

‘রূপ যৌবনই আমার জীবনের কাল। যে দেখে সেই আড় চোখে তাকায়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেয়ার আগেই খালার হাত ধরে ঢাকায় আসি। যথারীতি চাকরি জোটে এক গার্মেন্টসে, মাসে ৭৫০ টাকা বেতনে। সহকর্মী আর বসের লোলুপ দৃষ্টি ছিল নিত্য সঙ্গী। খালার পরামর্শেই একদিন বসের গাড়িতে তার উত্তরার বাসায় যাই। বাসায় শুধু একজন দারোয়ান আর একজন বেয়ারা। জীবনের প্রথম দেখলাম বোতলে হালকা হলুদ রঙের পানি। বস তা ঢেলে দু’গ্লাস ড্রিংক করলো। আমাকেও বলল ড্রিংক করতে। ভয়ে কাঁপছিলাম আমি। তারপরও বাধ্য হলাম। ঘোরের মাঝেই বুঝলাম আমি বসের বাহুবন্ধনে। বস আমাকে আদর করছে যেন আমি তার নবপরিণীতা বধূ। এভাবেই জীবনের কাছে পরাজিত হই সেদিন।’

অনেকটা এই ভাষাতেই নিজের জীবনের মোড় ঘোরানোর কাহিনী বর্ণনা করল রাজধানীর স্মার্ট মাদকসম্রাজ্ঞী বিলকিস ওরফে মৌ। গত ৫ মে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ার পর মৌ আরো বলেছিল, ‘ ঐ ঘটনার পর আমার মধ্যেও উপরে ওঠার বাসনা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। শুরুতে বসরা আমাকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করলেও ধীরে ধীরে আমিই তাদের দিয়ে টাকা কামানো আরম্ভ করি। নিজের রূপ-যৌবন ব্যবহার করে গড়ে তুলি মাদক নেটওয়ার্ক। এখন আমার গাড়ি-বাড়ি আছে, আছে টাকা-পয়সা। তবে শান্তি বলে কিছু নেই। জীবনে অনেক কিছু পেয়েও নিজেকে বড় নি:স্ব মনে হয়। বড় একা লাগে।’

মাত্র কয়েক বছরে সামান্য এ গার্মেন্টস কর্মী থেকে মাদকসম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠার ঘটনা শুনলে মনে হয় এ যেন ইটালীর মাফিয়া জগতেরই এক প্রতিচ্ছবি।

সাপ্তাহিক ২০০০-য়ের অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানী ঢাকাতে পুরুষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি এখন নারী সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীরা ক্রমেই কর্তৃত্ব বিস্তার করছে। অপরাধ জগতে এদেরকে বলা হয়, ‘ড্রাগ কুইন’, ‘ফেন্সিকুইন’, ‘কালনাগিনী’ বা ‘ডেঞ্জার ওমেন’। র‍্যাবের তৎপরতায় পুরুষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীরা নিজেদের খানিকটা গুটিয়ে নেয়ায় সেই জায়গা পূরণে মাঠে নেমেছে এসব নারী মাদক ব্যবসায়ীরা। এদের কেউ চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের প্রক্সি দিচ্ছে, কেউ করছে মাদক ব্যবসা এবং নারী ও শিশু পাচার।

কারা এই মাদক সম্রাজ্ঞী?

শীর্ষস্থানীয় মহিলা মাদক ব্যবসায়ীরা পরিচয় পেয়েছে ‘সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে যারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। অভিজাত এবং নিম্নশ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর সম্রাজ্ঞীরা সমাজেরও অনেক উচু পর্যায়ে চলাফেরা করে। এরা ব্ল্যাক মেইলিং, কালোবাজারি এবং অভিজাত এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এদের পেছনে রয়েছে গডফাদার যাদের অনেকেই নামকরা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলা।

গুলশানের নারী ও মাদক সম্রাজ্ঞী সাবেকুন নাহার বিউটি

সুন্দরী, বেকার, মাঝ বয়সী নারীদের নিয়ে রাজধানীজুড়ে চলছে জমজমাট মাদক ব্যবসা। সরকার ঘোষিত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর বাইরে যেমন অনেক শীর্ষ সন্ত্রাসী রয়েছে, তেমনি চিহ্নিত ২৩ ড্রাগ কুইনের বাইরে অনেক মহিলা মাদকসম্রাজ্ঞী রয়েছে

ফলে অভিজাত সম্রাজ্ঞীরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্যদিকে প্রধানত বস্তিকেন্দ্রিক মাদক ব্যবসায় জড়িত নিম্নশ্রেণীর সম্রাজ্ঞীরা। এদের গডফাদার স্থানীয় থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সরকারি দলের নেতা ও ওয়ার্ড কমিশনারসহ বিভিন্ন শীর্ষ সন্ত্রাসী।

বর্তমানে রাজধানীজুড়ে প্রায় ৭০টি চিহ্নিত মাদক আখড়া রয়েছে যেখানে প্রতিদিন মাদক বিক্রি হচ্ছে কয়েক কোটি টাকার। উত্তরা, গুলশান, বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকায় সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের জন্য রয়েছে ফ্ল্যাট ভিত্তিক মাদক নেটওয়ার্ক। মূলত উঁচুস্তরের মানুষেরা এখানে বিদেশী মদ এবং নারী নিয়ে রাত কাটায়। সুন্দরী, বেকার, মাঝ বয়সী নারীদের নিয়ে রাজধানীজুড়ে চলছে জমজমাট মাদক ব্যবসা। সরকার ঘোষিত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর বাইরে যেমন অনেক শীর্ষ সন্ত্রাসী রয়েছে, তেমনি চিহ্নিত ২৩ ড্রাগ কুইনের বাইরে অনেক মহিলা মাদকসম্রাজ্ঞী রয়েছে। এদের বাইরে অন্তত ১৫ জন অভিজাত মাদক কুইন রয়েছে যারা অভিজাত এলাকায় ব্যবসা করে।

রাজধানীর ৭০টি স্পট নিয়ন্ত্রণকারী মাদকসম্রাজ্ঞীরা হলো- নূরজাহান, রাশিদা, রুবিনা, মর্জিনা, ফাতেমা, লিপি, মদিনা, জোহরা, সেলিনা, রাবেয়া, হাসি, শাহনাজ, পারুল, বিলকিস ওরফে মৌ, বেগম, অজুফা, পারুলী, রানী, মমতাজ, ফজিলা, রাবেয়া। অন্যদিকে অভিজাত এলাকার মাদক ব্যবসায়ীরা হলো- জ্যোৎস্না, জবা, লিপি, রূপা, রুবী, তানিয়া শোভা, জয়া, মলি, বিউটি, রিতা, নীলা, ন্যান্সি-কুমকুম মণি, বিউটি ওরফে হাসি। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী এসব সম্রাজ্ঞীদের একেকজনের বাহিনীতে রয়েছে ১০-১২ জন সদস্য। প্রায় দু'শ সক্রিয় মহিলা মাদককর্মী রয়েছে এসব বাহিনীর সঙ্গে। এদের সঙ্গে ঢাকা জেলা ও বাইরের চিহ্নিত এলাকায় মাদকসম্রাটদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। বাইরের মাদক সম্রাটরাই কৌশলে নদীপথে, রেলপথে, সড়কপথে মাদক পৌঁছে দেয়।

প্রধান স্পটগুলো যাদের নিয়ন্ত্রণে

মতিঝিল এলাকা : মতিঝিল এলাকার চিহ্নিত চার মাদক সম্রাজ্ঞী হলো- আছিয়া, পারভীন আক্তার বেবী, হুসনে আরা এবং মনোয়ারা। এদের বাইরে বড় ধরনের তৎপরতা রয়েছে, সোমা-শোভার। এই দুই বোনই বর্তমানে টিটিপাড়া বস্তির কর্ণধার। তবে এদের সবার গডফাদার রাজধানীর মাদকসম্রাট নাসির ওরফে মাদক কিং নাসির।

আলোচিত ১৪ স্পট

রাজধানীজুড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা সক্রিয় আলোচনায় শীর্ষ স্থান দখল করেছে ১৪টি স্পট। কমলাপুরের টিটিপাড়া বস্তি নাসিরের ¯úU। প্রতিদিন ৩ লাখ টাকার মাদক বিক্রি হচ্ছে। মিরপুরের বিহারী ক্যাম্প, বাউনিয়া বাঁধে বিক্রি হচ্ছে 'দেড় লাখ টাকার মাদকদ্রব্য। ধানমন্ডির বাবুপুরা বস্তি (কাঁটাবন বস্তি) প্রতিদিন গাঁজা ও ফেনসিডিল বিক্রি হচ্ছে ২ লাখ টাকার। মোহাম্মদপুরের বিহারি ক্যাম্প, বাঁশবাড়ি বস্তি, প্রতিদিন ৩ লাখ টাকার মাদক বিক্রি হয়। তেজগাঁওয়ের রেল কলোনি, পাইন্যা সর্দারের বস্তি, তেজগাঁও ট্রাকস্ট্যান্ড, নাখালপাড়া বস্তি, শাহীনবাগ বস্তিতে প্রতিদিন ৩ লাখ টাকার মাদক দ্রব্য বিক্রি হয়। স্বামীবাগ বস্তি, লালফকির মাজার বস্তি, মহাখালী বাসস্ট্যান্ড, গুলশান, বারিধারা, কাফরুল, সবুজবাগ এলাকায় ১২ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়। এছাড়া অভিজাত শ্রেণীতে প্রতিদিন বিক্রির পরিমাণ ৩ লাখ টাকা, রাজধানীর আলোচিত এ ১৪টি স্পটেই বিক্রি হয় ২৫ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য।

আলোচিত মাদক স্পটগুলোতে প্রায় সব সময় টহল পুলিশ থাকলেও মাদক কেনা-বেচায় তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রশাসন স্পটগুলো থেকে স্থানভেদে বিক্রিত মাদকের ২০% থেকে ৩৫% পর্যন্ত কমিশন পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ১৫% থেকে ২০% পেয়ে থাকে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার, বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।

আখাউড়ার মাদকসম্রাজ্ঞী আঞ্জুয়ারা বেগম টুক্কী প্রতিদিন কয়েক বস্তা ফেনসিডিল সরবরাহ করে। শাবনূর, মুন্নী, প্রিয়া, মানসী, স্নিগ্ধা, মোনা, মিশু ও জনার মাধ্যমে পুরো মতিঝিল এলাকায় মাদক পৌঁছে দেয়া হয়।

মিরপুর : মিরপুরের আলোচিত মাদকসম্রাজ্ঞীরা হলো- রানী বেগম, শেফালী, রোজিনা, রেসনা ও ডালিয়া। এদের গডফাদার হিসেবে কাজ করে মিরপুরের আলোচিত তিন সন্ত্রাসী ও মাদকসম্রাট পাভেল, শাহাদাৎ এবং পিয়াল। মিরপুরের মাদক চালান আসে সাভার থেকে। সাভারের মাদকসম্রাট গ্রেনেড নজরুল ক্রসফায়ারে মারা যাবার পর ক্যাইল্লা সেলিম মিরপুরভিত্তিক মাদক চালান দিয়ে থাকে। এছাড়া আমিন বাজারের মাদক ব্যবসায়ী দেলওয়ার ও শের মিয়া মিরপুর এলাকায় মাদক সরবরাহ করে থাকে।

ধানমন্ডি : ধানমন্ডির আলোচিত মাদক স্পট হলো বাবুপুরা বস্তি যা কাঁটাবন মাদক স্পট হিসেবেও পরিচিত। এটি মূলত গাঁজার স্বর্গভূমি যার সম্রাজ্ঞী হলো বেগম। গাঁজার টাকায় এখন নাম হয়েছে বেগম সাহেবা। পাজেরো জিপের অধিকারী বেগমের সার্বক্ষণিক সহযোগী মেয়ের জামাই বাবুল। তাদের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে। বেগম এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীম উদ্‌দীন হলের মশালচির কাজ করতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক হেরোইন, ফেনসিডিল সরবরাহ করায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র নেতারা সব সময় প্রটেকশন দেয়। যে কারণে কোনো সরকারের আমলেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কাঁটাবন মোটর গ্যারেজের পেছনের অংশটা এখন ফেনসিডিল ব্যবসার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে তারা।

পুরাতন ঢাকা : পুরাতন ঢাকা মাদক ব্যবসায়ীদের নিরাপদ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। লালবাগের আলোচিত মাদকসম্রাজ্ঞী মনোয়ারা আর ইসলামবাগের ছাফি। এছাড়া মুন্নী, টগর, তামান্না, ময়ূরীর বিশাল নেটওয়ার্ক কাজ করে। পুরাতন ঢাকার মহিলা মাদক ব্যবসায়ীদের সার্বিক সহযোগিতা করতো ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী সাগির। সে মারা যাবার পর ছাত্রদল নেতা রুবেল সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া শীর্ষ সন্ত্রাসী ডাকাত শহীদ, ল্যাংড়া শোয়েব, টেপা জুয়েলের সন্ত্রাসী সহযোগীরা মাদক সম্রাজ্ঞীদের সহযোগিতা করে থাকে।

মোহাম্মদপুর : মোহাম্মদপুরের ৪৬ নং ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ী বস্তি বর্তমানে ঢাকার আলোচিত এলাকা। এ এলাকায় সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইনসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্যের জমজমাট আসর। প্রতিদিন এ বস্তিতে প্রায় তিন লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়। এখানকার মাদকসম্রাজ্ঞী হলো সখিনা, বিউটি এবং সুরাইয়া ওরফে লিপি। একসময় এখানে মাদক ব্যবসা চালাত সন্ত্রাসী জোসেফ, ইমন, কামাল পাশা, গলা কাটা মজিবর, ল্যাংড়া মফিজ, পিচ্চি হেলাল। বর্তমানে মোহাম্মদপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী সোহেল সব ধরনের সহযোগিতা করে।

অভিজাত এলাকার নয়া কৌশল

রাজধানীর অভিজাত এলাকায় মাদক ব্যবসা নয়া রূপ ধারণ করেছে। নাটক, চলচ্চিত্র, মডেলিংয়ের স্থান করে দেয়ার নামে মেয়েদের নিয়ে গড়ে উঠেছে মাদক ও সেক্স ট্রেড ব্যবসা। অভিজাত এলাকায় মাদকসম্রাজ্ঞী হিসেবে অভিজাত ফ্লাট ভাড়া নিয়ে সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ নিয়ে যারা ব্যবসা করছে তার মধ্যে গুলশান নিকেতনের সাবিকুন্নাহার বিউটি ওরফে হাসি, মহাখালী নিউ ডিওএইচএসের জ্যোৎস্না, নিউমার্কেট-মিরপুর রোডের জবা, লালমাটিয়ার লিপি, ইন্দিরা রোডের তানিয়া শোভা রূপা, শান্তিনগরের রুবি, ধানমন্ডির জয়া, ডেমরার মলি, বিউটি, উত্তরার রীতা, নীলা, রামপুরার ন্যান্সি, মতিঝিলের কুমকুম, নিউ ডিওএইচএসের মণি। এদের মধ্যে সাবিকুন্নাহার বিউটি, ন্যান্সি, মলি, লিপিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেও ধরে রাখতে পারেনি। এদের গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ বাসা থেকে প্রচুর বিদেশী মদ ও বিয়ার আটক করে। মূলত খদ্দেরদের জন্য বাসার ফ্রিজে তারা মদ ও বিয়ার সংগ্রহ করে রাখে। এরা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, রাজনীতিক এবং আমলারা তৎপর হয়ে ওঠে। যথারীতি ছাড়াও পেয়ে যায় তারা। এজন্য পুলিশ এদের ধরতে আর উৎসাহবোধ করে না। রাজধানীর প্রতিটি থানায় ৩০ থেকে ৩৫ জন মাদক ব্যবসায়ী কাজ করছে। নগরীর ডেমরা, শ্যামপুর লালবাগ সূত্রাপুর, মতিঝিল, তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, খিলগাঁও, পল্লবী মাদক ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশি। নগরীর উসমানী উদ্যান, সংসদ ভবন, জিয়া উদ্যান, রমনা পার্ক এলাকায় মাদকসেবী ও ভাসমান পতিতাদের মেলা বসে। মাদক ব্যবসায়ীদের সবাইকেই পুলিশ চেনে ও জানে। মাঝেমধ্যে যারা ধরা পড়ে, আবার আইনের ম্যারপ্যাঁচে বের হয়ে আসে।

মাঝে-মধ্যে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দু'একটি মাদক চালান

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প সন্ত্রাসী ও মাদকসেবীদের অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত। প্রতিদিন ২ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বিক্রি করা হয়। এখানে মাদকসম্রাজ্ঞী রিজিয়া বেগমের একক আধিপত্য রয়েছে।

বাসাবো ও খিলগাঁও : সাম্প্রতিক সময়ে বাসাবো, খিলগাঁও, গোড়ান এলাকায় মাদক ব্যবসা চলছে জমজমাটভাবে। মাদক-সম্রাজ্ঞী তারাবানু এখানে তার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। নারায়ণগঞ্জের হেরোইন-সম্রাজ্ঞী 'মোবাইল পারভিন' তার হেরোইন চালান তারাবানুর মাধ্যমে পাচার করে থাকে। এখানে অপর মাদকসম্রাজ্ঞী হলো রাশেদা বেগম ও তার মেয়ে মিনু। তাদের গডফাদার হিসেবে প্রটেকশন দিত হাফেজ মোঃ আবদুল্লাহ ও হাফেজ মোঃ ইব্রাহিম খলিল। সম্প্রতি তেজগাঁও থানা পুলিশ তেজকুনীপাড়া থেকে এদের গ্রেপ্তার করে ৮০০ গ্রাম হেরোইন ও ৭০ হাজার জাল টাকা উদ্ধার করে। রাশিদা বেগম ও মিনুর কাছ থেকে ৫০ গ্রাম হেরোইন ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

তেজগাঁও : রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অনেকগুলো বস্তি রয়েছে। এখানে মাদক বিক্রি হয় বস্তি ও তেজগাঁও রেলস্টেশন কেন্দ্রিক। মাদক বিক্রি হওয়া স্পট হলো তেজগাঁও রেলস্টেশন, রেল কলোনি, পাইন্যা সর্দারের বস্তি, নাখালপাড়া বস্তি, শাহীনবাগ বস্তি এবং বেগুনবাড়ী বিলসংলগ্ন এলাকা। এস এলাকায় ইতিমধ্যে মাদকসম্রাজ্ঞী হিসেবে আলোচনায় এসেছে পারভিন আক্তার বেবী, শামছুন নাহার ওরফে শহর বানু, রাসুর বউ ওরফে বিউটি, সামিরা ও দীপ্তি। শাহীনবাগ বস্তিতে শীর্ষ সন্ত্রাসী সেইল্যার বউ পারভিনের লোকজনের একক আধিপত্য। শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিক তেজগাঁও রেলস্টেশন, কারওয়ান বাজারের মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে।

মগবাজার-মালিবাগ : মগবাজার-মালিবাগকেন্দ্রিক এলাকায় মাদকসম্রাজ্ঞীর ভূমিকা পালন করছে সোনিয়া চৌধুরী লোপা, রত্না ওরফে রানু ওরফে চুমকি। সোনিয়া চৌধুরী লোপা মাদক ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য টয়েটা করোলা গাড়ি ব্যবহার করে। বাসা খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া। মগবাজার, মালিবাগের বিভিন্ন হোটেলে মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল সরবরাহ করে থাকে এ গ্রুপ। এছাড়া এলাকার বস্তিগুলোতে গাঁজা এবং ফেনসিডিল বিক্রি হয় প্রতিদিন প্রায় ১ লাখ টাকা। শীর্ষ সন্ত্রাসী আরমানের পক্ষে গ্রেনেড মুকুল, রবীন, নীরব, রিগান মাদকসম্রাট হিসেবে চিহ্নিত।

মহাখালী-বনানী : মহাখালীর আলোচিত মাদকসম্রাজ্ঞী হলো জাকিয়া ওরফে ইভা, রওশন আরা রানু। বনানীর শীর্ষ মাদকসম্রাজ্ঞী আইরিন ওরফে ইভা। মহাখালীর সাততলা বস্তি, রেলগেট, ঘিটুর বস্তি এলাকা, মহাখালী টার্মিনাল এলাকায় প্রতিদিন ১ লাখ টাকার মাদক বিক্রি হয়। টার্মিনালে শ্রমিক নেতারা মাদক নিয়ন্ত্রণ করে। শীর্ষ সন্ত্রাসী কানা সুমন, ল্যাংড়া কাজল, আতা সহযোগিতা করে।

গুলশান-বারিধারা-উত্তরা : গুলশানের অতি পরিচিত মাদকসম্রাজ্ঞী হলো মৌ এবং বারিধারার নাদিয়া। উত্তরার গুলবাহার, নাদিয়া এবং মাহমুদা ওরফে মুক্তি। এদের রয়েছে বিশাল সিন্ডিকেট। বিমানবন্দরকেন্দ্রিক চোরাচালান সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে এরা কাজ করে। এ চক্রের অন্যতম সদস্য শাহ আশিকুল ইসলাম ওরফে জর্জ মিয়া, মুসতাকুল ইসলাম পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

স্বামীবাগ : রাজধানীর অন্যতম মাদক সম্রাট বুদ্দিনের এলাকা হলো স্বামীবাগ। বুদ্দিন দেশের বাইরে থাকলেও শীর্ষ মাদকসম্রাজ্ঞী ফজিলা ও মমতাজ বর্তমানে স্পটটি পরিচালনা করছে। এখানে প্রতিদিন ২ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়।

কাফরুল-কাজীপাড়া-মণিপুরীপাড়া : কাফরুলের মাদকসম্রাজ্ঞী হলো শাহানা ওরফে সানু, শামীমা কাজীপাড়ার নাহার ওরফে হ্যাপি, মণিপুরীপাড়ার মদিনা, জোহরা এলাকার মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। পল্লবী এলাকার মনোয়ারা বেগম মীনা কাফরুল, কাজীপাড়া, মণিপুরীপাড়ায় সব মাদকদ্রব্য সরবরাহ করে থাকে। মাদকসম্রাট কানকাটা রমজান, বোমা সেলিম, বেঁটে বাবু আমিন বাজার, সাভার এবং টঙ্গী থেকে মাদকদ্রব্য এনে মনোয়ারা বেগমকে দিয়ে থাকে।

সবুজবাগ : সবুজবাগ থানার মাদকসম্রাজ্ঞীরা হলো রাজিয়া, অজুফা, আছিয়া, লিপি। সবুজবাগের মাদক স্পটগুলোতে মাদকের চালান আসে কমলাপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন টিটিপাড়া বস্তি থেকে।

আগারগাঁও-শ্যাওড়াপাড়া : একসময় ফেনসিডিলের স্বর্গভূমি ছিল আগারগাঁও বিএনপি বস্তি। বর্তমানে তার মাত্রা কমে গেলেও মাদক ব্যবসা চলছেই। এখানে মাদকসম্রাজ্ঞী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে আফরোজা আক্তার হাসি, ফাতেমা, নূরজাহান প্রমুখ।

গেন্ডারিয়া : মাদকের করাল গ্রাস এবং খুনি-সন্ত্রাসীদের অভয়রণ্য হিসেবে চিহ্নিত। ডিস্টিলারি রোড, দীননাথ সেন রোড, রজনী চৌধুরী রোড, শশী কৃষণ চ্যাটার্জি লেন, সত্যেন্দ কুমার দাস রোড ও ধুপখোলা মাঠের বিস্তর এলাকাজুড়ে হেরোইন, ফেনসিডিল ও প্যাথিডিনের ছড়াছড়ি। দয়াগঞ্জ-জুরাইন সংযোগ সড়কের পাশে রেললাইনের উভয় পাশে গড়ে উঠেছে বিশাল বস্তি। এই বস্তিতে চলে দিন-রাত মাদক ব্যবসা। মাদক ব্যবসায়ী জহিরুল ও আমিরুলকে সব ধরনের সহযোগিতা করে চিহ্নিত সন্ত্রাসী রিমন। নারায়ণগঞ্জের চাঁনমারী বস্তির মাদকসম্রাজ্ঞী আসমা এখানে গাঁজার চালান দিয়ে থাকে। ঢাকার মাদকসম্রাজ্ঞী পারুলের সঙ্গে আসমার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। এখানে প্রতিদিন দু'লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়ে থাকে।

রাজধানীর অন্যান্য স্পট : রাজধানী ঢাকার অন্যান্য স্পটগুলোর মধ্যে আনন্দবাজার বস্তি অন্যতম। এখানে মাদকসম্রাজ্ঞী হিসেবে চিহ্নিত বানু। যোগাযোগ রয়েছে নিমতলীর বস্তির সাবিনা ও পারুলের সঙ্গে। পাইন্যা সর্দারের বস্তির রেনু, গণকটুলির মনোয়ারা রহমান নাছিমা, ডেমরা-শ্যামপুরের ফজিলা, রানী বেগম এবং পারুলী, শাহীনবাগের পারভিন, তেজকুনীপাড়ার সনি, হীরা, নাসিমা, হাজারীবাগের স্বপ্না, কলাবাগানের ফারহানা ইসলাম তুলি, চানখাঁরপুলের পারুল, বাড্ডার সুমনা শারমিন ওরফে সুমি, রামপুরার সীমা, শাজাহানপুরের শাম্মি হক মুক্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের সকলেই স্থানীয়ভাবে ড্রাগ কুইন বা মাদকসম্রাজ্ঞী হিসেবে চিহ্নিত। এদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করে মাদকসম্রাট দ্যাঁইতা বাবু, ডাইল আশরাফ, মতি, মিন্টু, দস্যু ইব্রাহিম, নুরনবী মুকুল আলম, রুবেল, সাত্তার সাহাবুদ্দিন, সন্ত্রাসী জলিল, কানা সেলিম, ন্যাটা মাসুদ প্রমুখ।

মোবাইলে মাদক ব্যবসা

রাজধানীতে জিয়া উদ্যান ও সংসদ ভবন ঘিরে চলছে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে মাদক ব্যবসা। সন্ধ্যার পরেই জিয়ার মাজারের আশপাশের এলাকা ভাসমান পতিতাদের দখলে চলে যায়। সন্ধ্যার পর ভাসমান পতিতাদের মাধ্যমে মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে মাদকসম্রাজ্ঞী পারুল এবং অজুফা। সারা দেশের অপরাধীদের একটা অংশ আশ্রয় নেয় এমপি হোস্টেলে যাদের প্রায় সবাই মাদকসেবী। সন্ধ্যার পরে জিয়া উদ্যানে মাদকসেবী ও ভাসমান পতিতাদের পুনঃমিলন হয়। এ উদ্যান এবং সংসদকেন্দ্রিক প্রতিদিন প্রায় ১ লাখ টাকার মাদক বিক্রি হয়।

অপ্রতুল আইনী তৎপরতা

রাজধানীর চিহ্নিত ৭০টি মাদক আখড়াতে

Gfv‡eB cKv‡k¨ gv`K wb‡"Q Avm³ iv

রাজধানী ঢাকাতে পুরুষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি এখন নারী সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীরা ক্রমেই কর্তৃত্ব বিস্তার করছে। অপরাধ জগতে এদেরকে বলা হয়, 'ড্রাগ কুইন', 'ফেন্সিকুইন', 'কালনাগিনী' বা 'ডেঞ্জার ওমেন'

প্রত্যেকটিতেই বিক্রি হয় লাখ টাকার মাদক। স্থানভেদে গুরুত্ব অনুযায়ী ২-৩ লাখ টাকাও হয়। প্রতিদিন রাজধানীতেই মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়ে থাকে কমপক্ষে দেড় থেকে ২ কোটি টাকার। এ ছাড়া ভ্রাম্যমাণ স্পটগুলোতেও মাদক বিক্রি হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের ভয়াল থাবা রাজধানীকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছে। মাদক স্পটগুলো পুলিশ চিনলেও তেমন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করছে না। এর সঙ্গে যেভাবে নারী মাদক ব্যবসায়ী বিকাশ লাভ করছে তাতে বড় ধরনের বিপর্যয়কে এড়ানো সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার এসএম মিজানুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'নারী মাদক ব্যবসায়ীদের বিস্ময়কর উত্থান ঘটেছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এরা অনেকটা নিরাপদ বলেই পেশাদার মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের এ পথে নিয়ে আসছে। রাজধানীর অভ্যন্তরেও মাদক বহনের কাজটি করছে মহিলারাই। মহিলা অপরাধীদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপরাধী মহিলাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আদালতে হাজির করা হচ্ছে।'

দেশের মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। মাদকের এ জন্য রয়েছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। কালেভদ্রে দু'একটি অপারেশন করলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। মাদক অধিদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বারবার। মাদকের ব্যবহার এবং রোধ প্রসঙ্গে মাদক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন 'মাদকের প্রচলন দেশে রয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে আমরা তাদের গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করেছি। ইতিমধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে।'

মাদকদ্রব্যের মধ্যে হেরোইন হচ্ছে সবচেয়ে দামি। হেরোইন দু'প্রকার। সাদা হেরোইন ও বাদামি হেরোইন। আমাদের দেশে উভয় প্রকার হেরোইনের প্রচলন রয়েছে। দেশে দু'ধরনের হেরোইন ধরাও পড়ে। হেরোইন ধরা পড়ার পর পুলিশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অভিযোগ রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে, পুলিশ সদস্যরা আটককৃত হেরোইন পরীক্ষা করার কথা বলে পাচার করে দেয়। পরীক্ষার সময় ইউরিয়া ও গুঁড়ামিশ্রিত বলে প্রমাণ করে দেয়। এতে করে ধরাপড়া হেরোইন আসলে কি হয়, কোথায় যায় তা অজানা রয়ে যায়।

হেরোইনের এই লুকোচুরি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডিবি পুলিশ ইন্সপেক্টর নূরুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে তা সত্য নয়। পুলিশ আটককৃত হেরোইন সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পাচার করে না। এটা ভ্রান্ত ধারণা।'

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L\‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১